Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনে কি পরিবর্তন আনে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাত নূর রায়াহ

রোলঃ 23100120692

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনে কি পরিবর্তন আনে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাত নূর রায়াহ

রোলঃ 23100120692

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনে কি পরিবর্তন আনে " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাত নূর রায়াহ, আইডিঃ 23100120692 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনে কি পরিবর্তন আনে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জান্নাত নূর রায়াহ

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

(স্বাক্ষর)

জান্নাত নূর রায়াহ

আইডিঃ 23100120692

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অংশ 6

আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কুরআনের আদেশ 8

আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কিত হাদিস 10

আখিরাতে বিশ্বাসীদের ব্যক্তিজীবন 12

আখিরাতে বিশ্বাসীদের পারিবারিক জীবন 15

আখিরাতে বিশ্বাসীদের সামাজিক জীবন 20

আখিরাতে বিশ্বাসীদের জীবনের পরিবর্তনসমূহ 25

আখিরাতে অবিশ্বাসীদের পরিনতি 30

উপসংহার 34

ভূমিকা

মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবনকেই আখিরাত বলা হয়। এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বা ঈমানের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আখিরাত জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- মৃত্যু: পরকালীন জীবনের প্রবেশদ্বার হলো মৃত্যু। এর মাধ্যমেই দুনিয়ার জীবনের ইতি ঘটে এবং নতুন জীবনের সূচনা হয়।
- কবর ও বরযাখ: মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে 'আলমে বরযাখ' বলা হয়। কবরে মুনকার-নাকির ফেরেশতারা তিনটি প্রশ্ন করে থাকেন।
- কিয়ামত: এটি মহাপ্রলয়ের সময় যখন আল্লাহর নির্দেশে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। পরবর্তী ধাপে সবাই পুনরায় জীবিত হবে।
- হাশর: এটি এক বিশাল সমাবেশ যেখানে বিচার দিবসে সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে।
- মিযান: হাশরের ময়দানে মানুষের ভালো ও মন্দ কাজের আমলনামা ওজন করার জন্য যে পাল্লা স্থাপন করা হবে, তাকে মিযান বলা হয়।
- জান্নাত ও জাহান্নাম: বিচার শেষে পুণ্যবানদের জন্য পুরস্কার হিসেবে চিরসুখের স্থান জান্নাত এবং পাপীদের জন্য শাস্তির স্থান জাহান্নাম নির্ধারিত হবে।

আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অংশ

ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা বা আস্থা রাখা। আরবি শব্দ আমানুন থেকে ঈমান শব্দটি এসেছে। যার ঈমান আছে সে মুমিন হিসেবে পরিচিত। ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ মূলত ৭টি :

- আল্লাহর ওপর বিশ্বাস: আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।
- ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস: আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী অদৃশ্য ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা।
- আসমানি কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস: কুরআন, তাওরাত, যাবুর ও ইনজিলসহ সকল পবিত্র কিতাবের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করা।
- রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস: নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ—এ কথা বিশ্বাস করা।
- পরকালের (আখিরাত) ওপর বিশ্বাস: কিয়ামত ও মৃত্যুর পরবর্তী বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখা।
- তাকদিরের ওপর বিশ্বাস: ভাগ্যের ভালো-মন্দ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত—এতে সন্তুষ্ট থাকা।
- পুনরুত্থানে বিশ্বাস: মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার বিষয়ে বিশ্বাস রাখা।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর যেকোন একটির প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করলে তার ঈমান থাকবে না। এবং এর মধ্যে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অংশ এবং কেউ আখিরাতে অবিশ্বাস করলে সে কখনোই মুমিন হতে পারবে না!

পবিত্র কুরআন কারীমে উল্লেখিত রয়েছে :

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون

(সূরা বাকারা, আয়াত ৪)

অর্থ : যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আপনার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে তার উপর, আর যারা পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তিনি কুরআন কারীম প্রেরন করেছেন মুত্তাকীদের জন্য আর তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আখিরাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতিত মুত্তাকী হওয়া সম্ভব না। মুত্তাকী ব্যক্তি মাত্রই শক্তিশালী ঈমানী বলে বলীয়ান।

এছাড়াও ঈমানের স্বীকৃতিতেও ঘোষিত হয়েছে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে।

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

-ঈমানে মুফাসসাল

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম

১. আল্লাহর ওপর।

২. তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর।

৩. তাঁর কিতাবসমূহের ওপর।

৪. তাঁর রাসূলগণের ওপর।

৫. শেষ দিবস বা পরকালের ওপর।

৬. তকদীরের ওপর (যার ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত)।

৭. এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর।

আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কুরআনের আদেশ

কুরআন মানবজাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়া'লার প্রেরিত এক মহাগ্রন্থ। এতে সমগ্র মানবজাতির কল্যানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়াবলী সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ বর্নিত হয়েছে। কুরআন মজিদে আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমানের একটি অপরিহার্য স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা অসংখ্য আয়াতে পরকালীন জীবনের আবশ্যকতা, গুরুত্ব এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করার পরিণাম বর্ণনা করেছেন। আখিরাতে বিশ্বাস নিয়ে কুরআনের মূল নির্দেশনাসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ : কুরআনে মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখিরাতে বিশ্বাসকে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِ وَبِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون

অর্থ : যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আর আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে বিশ্বাস করে এবং যারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪)

অবিশ্বাসের পরিণাম : যারা আখিরাত বা শেষ দিবসকে অস্বীকার করে, তারা সরাসরি কুফরিতে লিপ্ত এবং পথভ্রষ্ট বলে কুরআনে অভিহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ : আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬)

দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনা : কুরআন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং পরকালীন জীবনই চিরস্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ বলেন

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

অর্থ: আখিরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

(সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৭)

জবাবদিহিতার আবশ্যকতা : প্রতিটি মানুষকে তার প্রতিটি কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে,

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

অর্থ : যেদিন আমি প্রত্যেক মানুষকে তাদের নেতা (আমলনামা) সহ ডাকব।
(সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৭১)

সৎকর্ম ও আখিরাত : যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রেখে সৎকাজ করবে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ : নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে এবং নাসারা ও সাবেরা— যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করবে এবং সৎকাজ করবে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট পুরস্কার রয়েছে।
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৬২)

আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কিত হাদিস

আখিরাত বা পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে একাধিক হাদিস রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো।

১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

২] আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যার মূল লক্ষ্য হয় আখিরাত, আল্লাহ তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে দেন, তার কাজগুলো সুসংগঠিত করে দেন এবং দুনিয়া তার কাছে বাধ্য হয়ে আসে। আর যার লক্ষ্য হয় দুনিয়া, আল্লাহ তার দারিদ্র্যকে তার চোখের সামনে তুলে ধরেন, তার কাজগুলো ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং দুনিয়া থেকে তাকে কেবল ততটুকুই দেওয়া হয় যা তার জন্য নির্ধারিত" (সুনানে তিরমিযী: ২৪৬৫)

৩] "দুনিয়ার দৃষ্টান্ত আখিরাতের মোকাবেলায় ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় অতঃপর দেখে তা কতটুকু পানি নিয়ে ফিরে।"
(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৮৫৮)

৪] "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আখিরাতকে তার মূল লক্ষ্য বানাবে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য দান করবেন, তার যাবতীয় কাজ গুছিয়ে দেবেন এবং দুনিয়া তার কাছে বাধ্য হয়ে আসবে'
(সুনানে তিরমিজী, হাদিস নং ২৪৬৫)

৫] "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে দমন করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে।"
(সুনানে তিরমিজী, হাদিস নং ২৪৫৯)

উপরোক্ত হাদিসগুলোতে আখিরাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করলে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্নিত এই হাদিসগুলোর অবমাননা করা হবে, যা সুস্পষ্ট ঈমানবিরোধী কাজ। কুরআন, সুন্নাহ তে একাধিকবার বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে পরকাল তথা আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনের ফজিলত ও নির্দেশ। তাই একজন মুমিন ব্যক্তির মৌলিক দায়িত্ব হলো আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা।

আখিরাতে বিশ্বাসীদের ব্যক্তিজীবন

মুমিন : আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অংশ আর যাদের ঈমান আছে তারা মুমিন হিসেবে পরিচিত। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী একজন মুমিন হিসেবে বিবেচিত। এবং আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারীর ব্যক্তিজীবনে সর্বদাই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। মুমিন হওয়ার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হলো আল্লাহ, পরকাল এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা।পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। "
(সূরা হুজরাত, আয়াত ১৫)
আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করা এবং মেনে চলা। এবং তিনি বিভিন্নভাবে সতর্ক করে গেছেন মানুষকে তাদের পরকাল সম্পর্কে। পরকালের ফজিলত এবং সেই জীবন এর জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং মুমিনমাত্রই আখিরাতে বিশ্বাসী।

দৃঢ় ঈমান : একজন ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তার রাসুলকে বিশ্বাস করে এবং ইসলামের প্রতিটি দিকনির্দেশনা মেনে চলতে চায় সে সবসময় তার ঈমানের প্রতি সতর্ক থাকে। ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলির ভেতর আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অন্যতম । তাই সে সর্বদা তার মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা আখিরাতের প্রতি সচেতন থাকে। সে জানে আখিরাতে বিশ্বাস না করা ঈমান ধ্বংস হওয়ার সামিল! সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি দৃঢ় ঈমানের অধিকারী।

সুন্নাহর অনুসারী : সুন্নাহ হচ্ছে আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পথ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিটি সুন্নাহ মেনে চলে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল (ﷺ) কে মনেপ্রানে বিশ্বাস করে তার নির্দেশনা অনুযায়ী আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে সে সুন্নাহভিত্তিক জীবনযাপনে সক্ষম হবে, ইন শা আল্লাহ।

মুত্তাকী : তাকওয়া(আল্লাহর প্রতি ভয়) গুনে গুনান্বিত ব্যক্তিকে মুত্তাকী বলা হয়। কুরআনে মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ
وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

অর্থ : "এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, যা মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা আপনার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।" (সূরা বাকারা, ২-৪)

অর্থাৎ মুত্তাকী তারাই যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী এবং এদের প্রতি পরকালের জন্য সুসংবাদ রয়েছে।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত কে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু" (সহীহ বুখারী)

নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) ও উত্তম চরিত্র" (তিরমিযি)

সত্যবাদী : আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি জানে সে একদিন মারা যাবে। একটা সময় কিয়ামত সংঘটিত হবে, ধ্বংস হবে সমগ্র মহাবিশ্ব অত:পর সবাইকে একত্রিত করা হবে হাশরের ময়দানে! প্রতিটা কাজের হিসেব নেওয়া হবে সুক্ষ্মভাবে। তাই সে তার কথায় সবসময় সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়। কারন মিথ্যা বলা কবিরা গুনাহ এবং প্রতিটা মিথ্যার জবাব আল্লাহকে দিতে হবে। আখিরাতের বিশ্বাস তাকে সত্যবাদী হিসেবে গড়ে তোলে এবং মিথ্যাবাদিতার ভয়াবহতা থেকে হেফাজত করে।

দ্বীনদার : আল্লাহ তায়া'লার একমাত্র মনোনিত দ্বীন ইসলাম। ইসলামকে দ্বীন হিসেবে যে পরিপূর্ণভাবে গ্রহন করেছে এবং যথাযথভাবে এর প্রতিটি দিকনির্দেশনা মেনে চলে সে ব্যক্তি দ্বীনদার হিসেবে বিবেচিত। আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহ তায়া'লার দ্বীন তথা ইসলামের একটি অন্যতম অংশ। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী একজন দ্বীনদার হিসেবে পরিগনিত।

আখিরাতে বিশ্বাসীদের পারিবারিক জীবন

পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে মা,বাবা,ভাই,বোনসহ আরও অনেকে একত্রে বসবাস করে। আল্লাহ তায়া'লা পরিবারের মাধ্যমে হালালভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন। ইসলাম জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের নিয়মনীতি নির্ধারন করে দিয়েছে। পরিবারের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। স্নেহ, ভালোবাসায় তৈরি হওয়া পারিবারিক বন্ধনগুলোর ভেতরে রয়েছে একে অপরের প্রতি হক। এই সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বিভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে। একজন মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই সে বিষয়ে সতর্ক থাকে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পরিবার সম্পর্কে বর্ননা এসেছে :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ : "আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর রূম, আয়াত : ২১)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

অর্থ : "তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয় জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের দান করেছেন পুত্র ও পৌত্র।"
(সূরা নাহল, আয়াত : ৭২)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ : "আর তাদের উভয়ের প্রতি বিনয়াবনত ও দয়ার্দ্র হও এবং বলো— হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছিলেন।"
(সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ২৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন (জাহান্নাম) থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"
(সূরা আত-তাহরীম, আয়াত : ৬)

আল্লাহ তায়া'লা সর্বপ্রথম আদম(আ:) এবং হাওয়ার দ্বারা দুনিয়ায় প্রথম পারিবারিক জীবনের সূচনা করেছেন। এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে তৈরি করে দিয়েছেন স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা। আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি তার পারিবারিক জীবনে অন্যদের থেকে আলাদা হয়। আল্লাহ তায়া'লার নির্দেশনা অনুযায়ী সে তার জন্মদাতা পিতামাতার প্রতি সবসময় অনুগত থাকে এবং তাদের প্রতি সব দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে।হাদিসে এসেছে :

"মা-বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মা-বাবার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।" (সুনানে তিরিমিজি, ১৮৯৯)

একজন মুমিন তার জীবনে মা, বাবার গুরুত্ব অনুভব করতে পারেন। সে জানে যে বাবা, মা অসীম কষ্ট সহ্য করে তাকে দুনিয়ায় এনেছেন তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন সম্পর্কে একদিন তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে আল্লাহর দরবারে। যদি সে তাদের ব্যপারে উদাসীন থাকে তাহলে ভোগ করতে হবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাই সে সবসময় তার বাবা, মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে সচেতন থাকে।

আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি তথা একজন মুমিন হালালভাবে বিয়ের মাধ্যমে সে তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে এবং তার সাথে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করে । কুরআন এবং হাদিসে নারী এবং পুরুষ উভয়ের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে তাদের পারিবারিক জীবনকে ঘিরে ।

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সবচেয়ে উত্তম।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৩৮৯৫)

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীদের ব্যাপারে বলেন, "তোমরা নারীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ করো। কেননা তারা পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্ট..." (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩৩৩১)

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি তার কোনো অভ্যাস তার কাছে অপছন্দনীয় হয়, তবে অন্য কোনো অভ্যাস অবশ্যই পছন্দনীয় হবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস: **১৪৬৯**)

৪. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে অন্য কোনো ব্যক্তির সামনে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে নারীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: **১১৫৯**)

৫. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যেকোনো নারী এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: **১১৬১**)

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় নারী পুরুষের একে অপরের প্রতি নির্ধারিত দায়িত্ববোধ এবং কোন নারী বা পুরুষের জন্য কোনভাবেই তা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে একদিন তার দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটবে এবং এই দুনিয়ার কোন সম্পর্কই চিরস্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী কেবল আখিরাতের জীবন। তাই একজন মুমিন সেভাবেই তার জীবনসঙ্গীর প্রতি দায়িত্বশীল থাকে যেন সে আল্লাহর কাছে বিচারের দিন শাস্তিপ্রাপ্ত না হয় এবং আখিরাতের জীবনেও তাকে চিরকালের জন্য জীবনসঙ্গী হিসেবে লাভ করতে পারে।

দুনিয়ায় প্রাপ্ত নেয়ামতগুলোর ভেতর অন্যতম হলো সন্তানসন্ততি। সেই সন্তানসন্ততির হকের ব্যাপারেও একজন মুমিনকে সবসময় খেয়াল রাখতে হয়। হাদিসে এসেছে :

৬. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান দেখায় না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।

৭. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়; কেবল তিনটি আমল ছাড়া—সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে"।

৮. এক সাহাবী রাসুল (সা.)-কে শিশুদের চুম্বন করতে দেখে বলেন, 'আমার দশটি সন্তান আছে, আমি কখনো তাদের কাউকে চুম্বন করিনি।' রাসুলুল্লাহ (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বলেন, "যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না"।

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে প্রতিয়মান হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সন্তান এক অশেষ নেয়ামত। এই সন্তানকে জন্মদান থেকে শুরু করে যথাযথভাবে লালনপালন করা, তার খেয়াল রাখা, দ্বীনের পথে পরিচালনা করাসহ অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো তার পিতামাতার উপর ন্যাস্ত। আখিরাতে বিশ্বাসী সর্বদাই অন্যের হক সম্পর্কে সতর্ক

থাকে।নিজের সন্তানের হক সে কখনোই নষ্ট করেনা । মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে একজন নেক সন্তান লাভের জন্য দুয়া করতে থাকে। সে নিজের সন্তানকে দ্বীনি তরবিয়াতে উত্তমরূপে লালনপালনে সচেষ্ট হয় যেন তারা তার জন্য চক্ষু শীতলকারী ও আখিরাতের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল হয়। কুরআনে বর্নিত হয়েছে :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامً

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা হবে আমাদের জন্য চোখজুড়ানো । আর আপনি আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।

মা-বাবা, স্ত্রী সন্তানের পাশাপাশি একজন মুমিন তার ভাইবোনের হক সম্পর্কে সতর্ক থাকে এবং সেগুলো যথাযথভাবে আদায় করার চেষ্টা করে। ইসলামে পিতা-মাতার পর পারিবারিক বন্ধনে ভাইয়ের হক বা অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখা (সিলাহ রাহমি) ইসলামের অন্যতম ফরজ বিধান। পরিবারের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে বড় ভাইয়ের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা এবং তার সঠিক পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বড় ভাইয়ের সামনে কথা বলা, আচরণ করা এবং যেকোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদব ও নম্রতা বজায় রাখা জরুরি। পিতা-মাতার অনুপস্থিতিতে বা মৃত্যুর পর ছোট ভাইদের অভিভাবক হওয়া, তাদের পড়াশোনা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া বড় ভাইয়ের অন্যতম বড় হক। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ভাইয়ের শরিয়তসম্মত প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দিতে হবে। কোনোভাবেই ভাইয়ের সম্পদ বা জমি ফাঁকি দেওয়া বা জোরপূর্বক দখল করা যাবে না।

কোনো ভাই যদি অভাবগ্রস্ত বা ঋণগ্রস্ত হন, তবে সামর্থ্যবান ভাইয়ের দায়িত্ব হলো তাকে জাকাত, সদকা বা সাধারণ অনুদানের মাধ্যমে সাহায্য করা। আত্মীয়কে সাহায্য করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়।

সাধারণ একজন মুসলিম হিসেবেও এক ভাইয়ের ওপর অন্য ভাইয়ের ৬টি মৌলিক অধিকার রয়েছে:

১. দেখা হলে সালাম দেওয়া
২. অসুস্থ হলে খোঁজখবর নেওয়া ও দেখতে যাওয়া
৩. দাওয়াত দিলে তা কবুল করা
৪. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা
৫. মারা গেলে তার জানাজায় শরিক হওয়া
৬. কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাইলে তাকে সৎ পরামর্শ দেওয়া

কারো হক নষ্ট করা বা আত্মসাৎ করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দুনিয়াতে যদি কেউ তার ভাইয়ের হক বা অধিকার নষ্ট করে, তবে আখেরাতে নিজের নেক আমল দিয়ে সেই পাওনা পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় পাওনাদারের পাপের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিতে হবে। এছাড়াও হাদিসে এসেছে :

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"
(সহীহ বুখারী : ১৩)

"যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তাআলাও তার সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকেন।"
(তিরিমিজী : ১৯৩০)

"কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। যখন তাদের দেখা হয়, একজন একদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্যজন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের দুজনের মধ্যে উত্তম সেই, যে প্রথম সালাম দেয়।"
(বুখারী ও মুসলিম)

আখিরাতে বিশ্বাসীদের সামাজিক জীবন

সমাজ হচ্ছে এমন এক সংগঠন যেখানে একাধিক পরিবার পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি তথা একজন মুমিনের দায়িত্ব কেবল নিজের ব্যক্তিজীবন কিংবা পারিবারিক জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। এর পাশাপাশি সে তার সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারেও খেয়াল রাখে তাদের হক আদায়ে সবসময় সচেষ্ট থাকে। ইসলামে একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা নির্দেশ দিয়েছেন :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

অর্থ : "আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)

সূরা আল-হুজুরাত-এর ১০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্বের এক মহান মূলনীতি ঘোষণা করেছেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থ: "মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও শিক্ষা

১. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব: এই আয়াতটি গোটা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে ভৌগোলিক, ভাষাগত বা জাতিগত সীমানা ছাড়িয়ে এক আধ্যাত্মিক ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

২. বিবাদ মীমাংসার নির্দেশ: ভাইদের মধ্যে কখনো কোনো বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে, সমাজ বা অন্য মুসলমানদের দায়িত্ব হলো উদাসীন না থেকে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দেওয়া এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।
৩. তাকওয়া ও রহমত: সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা এবং বিবাদ মিটিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করার (তাকওয়া) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমেই আল্লাহর বিশেষ রহমত ও মেহেরবানী অর্জন করা সম্ভব।
রাসূলুল্লাহ (সা.) এই আয়াতের মর্মার্থ স্পষ্ট করে বলেছেন, *"এক মুসলমান অপর* মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না।"

কুরআনের পাশাপাশি হাদিসেও বর্নিত হয়েছে বিভিন্ন নির্দেশনা। যেমন :

১) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও অনুকম্পার উদাহরণ একটি দেহের মতো। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন পুরো শরীর অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৬০১১)

২) "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য ইটের গাঁথুনির মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৪৮১)

৩) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই মানুষ, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে।" (আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস: ৬০২৬)

৪) "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের পার্থিব কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেবেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

৫) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না। আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।" (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৬০৬৫)

৬) "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"
(সহীহ মুসলিম)

৭) "যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"
(সহীহ বুখারী)

৮) "সে মুমিন নয়, যে নিজে পেট পুরে খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।"
(শূআবুল ঈমান)

৯) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "জিবরাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে এতো বেশি তাগিদ দিচ্ছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো শীঘ্রই প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।"
(বুখারী : ৬০১৫)

১০) রাসুলুল্লাহ (সা.) হজরত আবু জর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "হে আবু জর! যখন তুমি ঝোল (বা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দিও এবং তোমার প্রতিবেশীর খবর নিও (তা থেকে কিছু অংশ পাঠিও)।"
(সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৬২৫)

ইসলামে অন্যের হক বা 'হুকুগুল ইবাদ' (বান্দার অধিকার) নষ্ট করা অত্যন্ত মারাত্মক এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নিজের হক (যেমন: নামাজ, রোজা) চাইলে মাফ করতে পারেন, কিন্তু বান্দার হক যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করবেন, ততক্ষণ আল্লাহও তা মাফ করবেন না।
১১) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জানো নিঃস্ব (দেউলিয়া) কে?" সাহাবিরা বললেন, "আমাদের মধ্যে যার ধন-সম্পদ নেই, সে-ই তো নিঃস্ব।" তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন:

"আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা ও জাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। অথচ সে দুনিয়াতে কাউকেও গালি দিয়েছে, কারও নামে অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারও রক্তপাত করেছে এবং কাউকেও প্রহার করেছে। অতঃপর (বিচারালয়ে) তার নেক আমল থেকে এদেরকে (হকদারদের) নেকি দেওয়া হবে। এভাবে নিজের নেক আমল শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারদের পাপের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম : ৬৫৭৯)

১২) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যার কাছে তার ভাইয়ের কোনো হক রয়েছে—তা তার মান-সম্মানের হোক বা অন্য কিছুর হোক—সে যেন আজই (দুনিয়াতেই) তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয় (বা পরিশোধ করে মিটমাট করে নেয়)। এমন দিন আসার আগেই, যেদিন কোনো দিনার বা দিরহাম (অর্থকড়ি) থাকবে না।"
(সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৪৪৯)

১৩) হজরত আবু সিরমা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি অন্য কারও ক্ষতিসাধন করে, আল্লাহ তাআলা তা দিয়েই তার ক্ষতিসাধন করেন। আর যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলেন।"
(সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৯৪০)

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদিসগুলো বিশ্লেষণ করলে একজন মুমিনের জন্য অন্যদের প্রতি নির্দেশিত দায়িত্বের বর্ননা পাওয়া যায় । আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি তথা একজন মুমিন কুরআন ও হাদিস অনুসারে তার সামাজিক জীবন গড়ে তোলে। তার নিকট প্রতিবেশি থেকে শুরু করে সমাজে বসবাসকারী অন্য সবার সাথে সবসময় ইনসাফের আচরন করে।আখিরাত বা পরকালের জবাবদিহিতায় বিশ্বাস একজন মানুষের সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। যিনি বিশ্বাস করেন যে দুনিয়ার প্রতিটি কাজের হিসাব হাশরের ময়দানে দিতে হবে, তার সামাজিক আচরণ হয় নিয়ন্ত্রিত, দায়িত্বশীল এবং মানবকল্যাণমুখী। কুরআন ও হাদিস অনুসারে আখিরাতে বিশ্বাসীর সামাজিক জীবন পর্যালোচনা করলে যে বিষয়গুলো পাওয়া যায় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

অন্যায় থেকে দূরে থাকা: লোকচক্ষুর আড়ালেও তিনি কোনো অপরাধ করেন না, কারণ তিনি জানেন আল্লাহ সবকিছু দেখছেন।

আমানতদারী: ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি বা সামাজিক যেকোনো দায়িত্বে তিনি সততা বজায় রাখেন এবং ওজনে কম দেন না।

জুলুম না করা: ক্ষমতার দাপটে কারও ওপর অত্যাচার করেন না, কারণ পরকালের কঠিন শাস্তির ভয় তার মনে থাকে।

ঋণ পরিশোধ: অন্যের পাওনা বা ধার দ্রুত পরিশোধ করেন, যেন ঋণের বোঝা নিয়ে মরতে না হয়।

প্রতিবেশীর খোঁজ রাখা: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস অনুযায়ী, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং তাদের বিপদে এগিয়ে যান।

দানশীলতা: সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় না করে অভাবীদের দান করেন, কারণ তিনি আখিরাতের স্থায়ী ব্যাংকে সওয়াব জমা করতে চান।

অহংকারহীন জীবন: সামাজিক পদমর্যাদা বা টাকা-পয়সা নিয়ে অহংকার করেন না। সবার সাথে নম্র আচরণ করেন।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা: কোনো মনমালিন্য হলেও সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন না।

ক্ষমা ও ধৈর্য: কেউ অন্যায় করলে আখিরাতের প্রতিদানের আশায় তাকে ক্ষমা করে দেন এবং সমাজে শান্তি বজায় রাখেন।

গীবত বা পরনিন্দা না করা: কারও অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা বা কুৎসা রটনা করেন না।

মিথ্যা ও গুজব না ছড়ানো: সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে এমন কোনো মিথ্যা কথা বা অপবাদ ছড়ানো থেকে নিজেকে বিরত রাখেন।

যাকাতপ্রদান : ইসলামের ৫ টি মৌলিক বিষয় এর মধ্যে যাকাত একটি। আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনোই অন্যায়ভাবে অর্থের পাহাড় গড়ে না। তার আয়ের উপর থাকা অন্যের হককে সে যাকাতের মাধ্যমে যথাসময়ে প্রদান করার চেষ্টা করে।

আখিরাতে বিশ্বাসীদের জীবনের পরিবর্তনসমূহ

আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস মানুষের পার্থিব জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দেয় এবং একটি সুশৃঙ্খল, নৈতিক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের দিকে পরিচাচলিত করে। ইসলাম ধর্মের অন্যতম মূল স্তম্ভ হলো আখিরাতে বিশ্বাস। এর মাধ্যমে একজন মুমিনের চিন্তাভাবনা, আচরণ এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। বিশ্বাসীদের জীবনে আখিরাতের বিশ্বাসের কারণে যে সমস্ত মৌলিক পরিবর্তন আসে, তা নিচে কয়েকটি ভাগে আলোচনা করা হলো :

১)ইবাদতে মনযোগী : যখন একজন মানুষ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া শুরু করে তখন সে নিজেকে মুমিনের কাতারে সামিল করে নেয়। কারন একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আখিরাত তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস রাখা। পরকালের জীবন এমন এক জীবন যার শুরু আছে কিন্তু কখনো শেষ হবে না। পরকালে একজন মানুষ আল্লাহর বিচারের ভিত্তিতে জান্নাত অথবা জাহান্নাম যেকোন জীবন লাভ করতে পারে। যে জীবনেই সে প্রবেশ করুক না কেন তার কখনো সমাপ্তি ঘটবে না। জান্নাতের অপরিসীম সুখ শান্তি এবং জাহান্নামের অসহনীয় আযাব উভয়েরই ভোগ করার সময়সীমা হবে অসীম। তাই আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনোই এই দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যে নিজেকে ভুলিয়ে রাখেনা। সে জানে একদিন তার দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে আখিরাতের পথে পাড়ি জমাতে হবে। সে যথাযথভাবে তার রবের ইবাদত করে । সর্বদা সে তার সলাত আদায়ের বিষয় অগ্রগামী থাকে। দুনিয়ার সকল কাজের আগে তার নিকট প্রাধান্য পায় তার রবের উদ্দেশ্যে সলাত আদায়ের বিষয়টি। হাদিসে এসেছে :

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কেয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যদি নামাজ ঠিক হয়, তবে সে সফল ও কামিয়াব হবে। আর যদি নামাজ নষ্ট হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (জামে তিরমিজি, হাদিস: ৪১৩)

যখন একজন মানুষ মনেপ্রানে আখিরাতের জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে তখন সে এটাও জানে যে প্রথম হিসাব তাকে দিতে হবে নামাজের। তাই এক ওয়াক্ত সলাত আদায় নিয়েও সে কখনো গাফেল থাকেনা। প্রতিটি ওয়াক্তের সলাত সে খুশু

খুযুর সাথে আদায়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস একজন ব্যক্তিকে মুমিন হিসেবে গড়ে তোলে এবং রবের ইবাদত এর প্রতি অগ্রসর করে।

২) আত্মিক সন্তুষ্টি : আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনোই এই দুনিয়ার জীবনের প্রাপ্তি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেনা। জীবনে কি পেল না পেল এই বিষয় কখনোই তাকে বিচলিত করেনা । যেটুকু তার জীবনের প্রাপ্তি সেটাকে সে তার রবের পক্ষ থেকে নেয়ামত এবং অপ্রাপ্তিগুলোকে তার রবের ফয়সালা হিসেবে মেনে নিয়ে সবসময় সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করে। দুনিয়ার প্রাপ্তি নিয়ে একজন মানুষ তখনই খুশি থাকে যখন তার কাছে আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াবি জীবন বেশি প্রাধান্য না পায়। আর এটা তখনই সম্ভবপর হয় যখন সে আখিরাতের জীবনের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাসকারী জীবনে সন্তুষ্টি লাভ অর্জনে সক্ষম হয়। হাদিসে এসেছে :

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ''যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে 'দুনিয়া'; আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির গরিবি ও অভাব-অনটন দুচোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দেবেন। তার জন্য যতটুকু নির্ধারিত রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশি কিছু পাবে না।" (তিরিমিজি : ২৪৬৫)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও সতর্ক করে বলেছেন, "অর্থের গোলাম ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সম্পদের গোলাম, ধ্বংস হোক পোশাকের গোলাম। "(সহিহ বুখারি)

৩) চারিত্রিক পরিশুদ্ধি : আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী কখনো কাউকে হিংসা করেনা। অন্যদের প্রাপ্তিকে সে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করে। তার যততুকু চাওয়া সে তা আল্লাহর কাছে দুয়ার মাধ্যমে চেয়ে নেয়। এবং যখন সে দুয়া কবুল হয় তখন সর্বোচ্চ শুকরিয়া আদায়ের চেষ্টা করে। সে কখনোই সম্পদের প্রতি লোভ করেনা। দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতের প্রাপ্তিই তার কাছে অধিক পরিমাণে দামী।

৪) হক রক্ষাকারী : আখিরাতে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি কখনোই অন্যের উপর জুলুম করেনা, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হস্তগত করেনা। কারন সে জানে হক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) সম্পর্কে। আল্লাহ কখনোই তার বান্দার হক নষ্টকারীকে ক্ষমা করেনা যতক্ষন না সে বান্দা নিজে ক্ষমা করে । তাই একজন মুমিন সবসময় হালালপথে চলার চেষ্টা করে। পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন উভয় স্থানেই সে সর্বোচ্চ ইনসাফের সাথে নিজেকে পরিচালিত করে।

৫) হালালপথে জীবনযাপন : আখিরাতে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি কখনোই কোন গুনাহের সম্পর্কে লিপ্ত হয়না। সে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় হালালভাবে জীবনযাপন করে।

সবসময় সে চেষ্টা করে তার চোখ এবং হাতকে গুনাহ এর কাজ থেকে হেফাজত করার। হাদিসে এসেছে :

মিরাজের হাদিস অনুযায়ী, রাসুলুল্লাহ (সা.) ব্যভিচারীদের জাহান্নামের এমন একটি চুল্লিতে জ্বলন্ত অবস্থায় দেখেছেন, যার ওপরের অংশ সংকীর্ণ এবং নিচের অংশ প্রশস্ত। হাদিসে এসেছে, ব্যভিচার করার সময় ব্যভিচারীর অন্তরে ঈমান থাকে না।যিনার কারণে মানুষের চেহারার নূর ও জীবন থেকে বরকত চলে যায় এবং সমাজে সে অসম্মানিত হয়।

আখিরাতে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিই কেবল সক্ষম হয় উপরোক্ত হাদিসগুকো কঠোরভাবে মেনে চলতে। কেননা যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তার ভেতর কোন মৃত্যুভয় কাজ করে না। হাশরের দিনের সওয়াল জবাব নিয়েও সে বিচলিত থাকেনা তাই কোন কিছুই তাকে পাপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারেনা। আখিরাতে বিশ্বাস এর দ্বারাই একজন মানুষ তার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়ে হালালভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়।

৬)কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী : আখিরাতে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি দুনিয়ার চাকচিক্যে বিচলিত হয়না। এই দুনিয়ার প্রচলিত নিয়ম মেনে সে জীবনযাপন করে না। তার কাছে কেবলমাত্র অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় কুরআন ও হাদিস। কুরআন ও সুন্নাহ এর উপর ভরসা করেই সে তার জীবন কাটানোর চেষ্টা করে। হজরত মালিক ইবনে আনাস (রহ.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দুটি জিনিস আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাহ (হাদিস)।"

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস: ৩৩৩৮)

৭)সৎ পথে চলা : আখিরাতে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করেনা। সে জানে একদিন এই দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি ঘটবে এবং শুরু হবে আখিরাতের জীবন। এই বিশ্বাস অনুসারে সে সবসময় সৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে এবং সকল প্রকারের গুনাহ থেকে নিজেকে হেফাজত করে।

৮) নিরঅহংকার : আখিরাতে বিশ্বাসীকারী কখনো অহংকার করেনা। সে সবসময় নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী আচরণ করে। চেষ্টা করে অন্যের উপকার করার জন্য। উপকার করতে না পারলেও সে কারো ক্ষতি করেনা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ (বিন্দু পরিমাণ) অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

"অহংকার আমার চাদর বা সম্মানের উত্তরীয় আর মহানত্ব হচ্ছে আমার গৌরবের পোশাক; যে ব্যক্তি এ দুটির কোনো একটি নিয়ে আমার সঙ্গে টানাটানি করে (অর্থাৎ নিজে অহংকার করে), আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব "।

(আবু দাউদ : ৪০৯০)

তিনটি বিষয় মানুষের ধ্বংসের কারণ :

প্রবৃত্তি বা নফসের পূজা, অতিরিক্ত লোভ এবং আত্ম-অহংকার।" (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান)

৯) দায়িত্ববান : আখিরাতে বিশ্বাসকারী তার নিজের পরিবার, প্রতিবেশি, আত্মীয়স্বজনসহ সকলের প্রতি তার দায়িত্বগুলোকে যথাযথভাবে পালন করে। সে কখনো কারো হক নষ্ট করেনা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস তাকে অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করে।

১০) জান্নাতের প্রতি আশাবাদী : একজন মুমিনের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো জান্নাত। জীবনে সে ব্যক্তিই সফল যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে।জান্নাতের আশা এবং আল্লাহর রহমতের প্রতি বিশ্বাস রাখা মুমিনের জীবনের অন্যতম মূল ভিত্তি। ইসলামে বান্দাকে সবসময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ এবং তাঁর ক্ষমার ওপর ভরসা করে জান্নাতের আশা রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। একজন মুমিন তার জীবন সাজায় আল্লাহর ইচ্ছানুসারে। সে তার রবের নির্দেশে প্রতিটি কাজ করে আখিরাতে জীবনে শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের আশায়। জান্নাত প্রাপ্তির আশা সর্বদা তার হৃদয়ে জাগ্রত থাকে।

আখিরাতে অবিশ্বাসীদের পরিনতি

আখিরাতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি ঈমানের অন্যতম শর্ত অর্থাৎ পরকালের জীবনকে মানে না। আর যে ব্যক্তি ঈমানের কোন একটি অংশকে অস্বীকার করে সে মুমিন না। সে কাফের হিসেবে বিবেচিত। কাফেরের জীবন কোন মানুষের কাম্য না। ইসলামি আকীদা অনুযায়ী পরকালের অনন্ত জীবনে আখিরাতে অবিশ্বাসীদের (কাফের ও মুশরিক) জন্য অবধারিত ও চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে তাদের এই ভয়াবহ পরিণতির কথা স্পষ্ট অক্ষরে বর্ণনা করা হয়েছে ।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذوَأَعْتَدْنَا

অর্থ: "আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহের ওপর রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।"
(সূরা বাকারা, আয়াত : ৭)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

অর্থ: "তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমি কাফেরদের জন্য অপমানজনক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।"
(আন-নিসা, আয়াত : ১৫১)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের লানত (অভিশাপ)।"
(সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬১)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থ: "আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"
(সূরা বাকারা, আয়াত : ৩৯)

হাদিসের বর্ননা থেকেও কাফেরদের ভয়াবহ পরিনতি কথা জানা যায়। হাদিসে এসেছে :

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন
"জান্নাতে একমাত্র মুসলিম (আল্লাহর অনুগত) ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।"
(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আসমান থেকে কালো মুখের আজাবের ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়। রুহ বা প্রাণ বের করার সময় শরীর থেকে তা এমন প্রচণ্ড শক্তিতে টেনে বের করা হয়, যেমন ভেজা পশম থেকে লোহার কাঁটাযুক্ত শিক টেনে বের করা হয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৭৫৩)

কাফের ব্যক্তিকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে কোনো উত্তর দিতে পারে না এবং বলে, "হায়! আমি তো কিছুই জানি না।" তখন আকাশ থেকে ঘোষণা আসে সে মিথ্যা বলছে। এরপর তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয় এবং কবরের দুই পাশের মাটি তাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে তার এক পাশের পাঁজর অন্য পাশে ঢুকে যায়।
(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১৮৫৩৪)

কেয়ামতের দিন জান্নাতী ও জাহান্নামীরা নিজ নিজ স্থানে চলে যাওয়ার পর মৃত্যুকে একটি দুম্বার আকারে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে জবাই করা হবে। এরপর ঘোষণা দেওয়া হবে, "হে জাহান্নামের অধিবাসীরা! আর কোনো মৃত্যু নেই, এখন কেবলই অনন্তকাল।"
(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৪৭৩০)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "জাহান্নামে কাফের ব্যক্তির একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের মতো বড় এবং তার চামড়ার পুরুত্ব বা মোটাই হবে তিন দিনের দূরত্বের রাস্তার সমান।"
(সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৮৫১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা মুমিনের কোনো নেক আমল নষ্ট করেন না। দুনিয়াতেও তাকে এর প্রতিদান দেওয়া হয় এবং আখেরাতেও পুরস্কৃত করা হবে। আর কাফের ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে যেসব ভালো কাজ করে, তার বিনিময়ে দুনিয়াতেই তাকে রিযিক বা দুনিয়াবী সুবিধা দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আখেরাতে যখন সে উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহর কাছে তার আর কোনো পাওনা বা নেক আমল অবশিষ্ট থাকবে না।"
(সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৮০৮)

কেবলমাত্র আখিরাতে নয় দুনিয়াতেও একজন আখিরাতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি শোচনীয় জীবনযাপন করে। সে তার জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি না করতে পারলেও প্রকৃতঅর্থে তার জীবন কারো জন্য অনুসরনযোগ্য নয়। নিম্নে একজন আখিরাতে অবিশ্বাসীর দুনিয়াবি জীবনের চিত্র তুলে ধরা হলো :

ইবাদতে অমনোযোগী : আখিরাতে অবিশ্বাসী হয় মূলত নাস্তিক ব্যক্তিরা। তারা বিশ্বাস করে কোন এক বিশেষ শক্তির বলে এই দুনিয়া এবং সকল কিছু এসেছে, নাউজুবিল্লাহ! তাই তারা আল্লাহকে তাদের রব হিসেবে অস্বীকার করে! এবং আল্লাহর ইবাদতের মতো এক ফরজ বিধানের প্রতি গাফেল থাকে।

চারিত্রিক অশুদ্ধতা : যে ব্যক্তি পরকাল তথা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা সে মূলত এক ছন্নছাড়া জীবন কাটায়। কারন যখন একজন মানুষ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে এবং হিসাব প্রদানের কোন ভয় তার মধ্যে কাজ করে না তখন সে বেপরোয়া জীবনযাপন করে।নিজের ইচ্ছেমতো সে প্রতিটি কাজ করে। মিথ্যা, হারাম পথে উপার্জন, গীবত, অহংকার, পাপাচারসহ বিভিন্ন গুনাহের কাজে সে জড়িত থাকে যা তার চারিত্রিক পরিশুদ্ধতার পথে মূল অন্তরায়!

পার্থিব জীবনকে একমাত্র জীবন মনে করা: তারা বিশ্বাস করে যে এই দুনিয়ার জীবনই শেষ এবং মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই।

পুনরুত্থান অস্বীকার করা: মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার জীবিত হওয়াকে তারা অসম্ভব বা প্রাচীনকালের রূপকথা মনে করে।

দুনিয়াপূজা ও ভোগবিলাস: পরকালের জবাবদিহিতার ভয় না থাকায় তারা দুনিয়ার সুখ-শান্তি এবং ভোগবিলাসকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানায়।

সীমাবদ্ধ নৈতিকতা: কোনো কাজের পেছনে পরকালীন পুরস্কারের আশা না থাকায় তাদের নৈতিকতা কেবলই দুনিয়াকেন্দ্রীক বা স্বার্থভিত্তিক হয়।

অন্যায়ের প্রতি সাহস: পাপ বা অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে না ভেবে তারা খুব সহজেই সীমালঙ্ঘন ও পাপাচারে লিপ্ত হয়।

অহংকার ও সত্যবিমুখতা: আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া সত্য পথ এবং নিদর্শনগুলোকে তারা অহংকারের সাথে প্রত্যাখ্যান করে।

আল্লাহর বিধান অমান্য করা: দুনিয়ার মোহে পড়ে বা বন্ধুদের অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অবলীলায় ভুলে যায় বা অমান্য করে।

হক বিনষ্টকারী : যে ব্যক্তি আখরাতে বিশ্বাস করেনা সে হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) এবং হক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) উভয়ই নষ্ট করে। কারন মৃত্যুর পর এগুলোর জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার ভয় তার ভেতর কখনোই কাজ করেনা ।

উপরোক্ত আলোচনার সাপেক্ষে সহজেই একজন আখিরাতে অবিশ্বাসীর দুনিয়াবি ও আখিরাতের জীবনকে অনুমান করা যায়। প্রত্যেকের উচিত এই উভয় স্থানের ভয়াবহ দিকগুলো বিবেচনা করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এর নির্দেশ অনুযায়ী আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া এবং সে অনুসারে নিজেদের জীবনকে পরিচালন করা।

উপসংহার

আখিরাত ~ তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবন! যে জীবনের সূচনা আছে কিন্তু কোন সমাপ্তি নেই। যে জীবনের শুরুতে প্রতিটি কাজের হিসেবে নেওয়া হবে সূক্ষাতিসূক্ষভাবে এবং সে বিচার অনুসারে পরবর্তী জীবনকে কাটাতে হবে, যে জীবন চাইলেই কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি উপেক্ষা করতে পারবে না। এই আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। ইসলামে আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ইহকালে সৎ, চরিত্রবান ও দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করে। পরকালের অনন্ত জীবনের জবাবদিহিতার ভয় ও পুরস্কারের আশা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, দুনিয়ার কোনো সৎকর্ম বা পাপই বৃথা যায় না। ভালো কাজের জন্য অনন্ত পুরস্কার (জান্নাত) এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তি (জাহান্নাম) পেতে হবে, এই ধারণা মানুষকে সর্বদা সৎ পথে চলতে বাধ্য করে। অনেক সময় দুনিয়াতে অপরাধী শাস্তি পায় না এবং নিরপরাধ মানুষ বঞ্চিত হয়। আখিরাত হলো চূড়ান্ত বিচারের স্থান, যেখানে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হয়। এটি মানুষের মনে সুবিচারের আশা জাগিয়ে রাখে। পার্থিব জীবনে মানুষ নানা দুঃখ, কষ্ট ও সংকটের সম্মুখীন হয়। পরকালের চিরশান্তির ওপর বিশ্বাস থাকলে মানুষ বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে। পরকাল বা আখিরাতের ধারণা ছাড়া মানুষের জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে এবং নীতিবোধের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী, আখিরাতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ছাড়া মুমিন বা প্রকৃত ধার্মিক হওয়া সম্ভব নয়।